বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি)
সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড (লেভেল-১২)
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৩ এর কার্যবিবরণী

বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতির (বিএসটিডি) ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩, শনিবার, সন্ধ্যা ৬:০০ টায় সমিতির ফার্মগেটস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জনাব এম জানিবুল হক। উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ সংযুক্ত করা হলো।

২। সভার শুরুতে সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করেন। মহাসচিব বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে বিএসটিডি'র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

৩। আলোচ্য বিষয়-১: ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও নিশ্চিতকরণ।
গত ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সমিতির মহাসচিব জনাব এম খায়রুল কবীর উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীটি পাঠান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সভায় নিশ্চিত করা হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়-২: ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।
মহাসচিব সমিতির ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। মহাসচিব তাঁর প্রতিবেদনে জানান যে ২০২২ ও ২০২৩ সালের জন্য নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পর্ষদ দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এটি দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা। তিনি বলেন, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের জন্য বিএসটিডি'র কার্যনির্বাহী পর্ষদ নির্বাচন ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ সম্পন্ন হয়েছে। জানুয়ারি মাসে (২০২৪) নতুন কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

তিনি তাঁর প্রতিবেদনে আরও জানান যে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী সমিতির আজীবন, সাধারণ, সহযোগী ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সংখ্যা ৩০০ জন। আলোচ্য বছরে মোট ১২টি কার্যনির্বাহী পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে পর্যায়ক্রমে সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন।

তিনি জানান যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমিতির দ্বি-বার্ষিক ইংরেজি জার্নাল 'প্রশিক্ষণ' এর দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। জার্নালের এ সংখ্যা দু'টিতে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক মোট ১২টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিউজলেটার 'প্রশিক্ষণ বার্তা'র দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রটোকল ফর্মালিটিজ অ্যান্ড আর্টিকুলেশন', 'প্রিপারেশন অব রিপোর্টস অ্যান্ড রাইট-আপস' এবং 'অ্যাডভান্স ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স' শীর্ষক তিনটি প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি গবেষণার বিষয়ে সেমিনার করা হয়েছে; বার্ষিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে; জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উদযাপন করা হয়েছে; "বিএসটিডি প্রশিক্ষণ পুরস্কার-২০২২" প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া সমিতির মহাসচিব তাঁর প্রতিবেদনে সমিতির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, বিশেষ করে বাছাইকৃত জার্নাল আর্টিকেল বই আকারে প্রকাশ; সৃজনশীল কোর্স উদ্ভাবন; প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ; প্রশিক্ষণ প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভা; আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপন; প্রশিক্ষকদের প্রফেশনাল চাহিদা; 'স্মরণিকা'র প্রকাশ; বিশেষ অনুদান প্রাপ্তি; বিএসটিডি'র সম্পদ, জমি ক্রয় ও ক্রয়কৃত জমিতে ভবন নির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

মহাসচিব জানান যে বিএসটিডি বাংলাদেশের জাতীয় অঙ্গনে একটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রশিক্ষণ অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বিএসটিডি'র সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং এখনও করছেন।

৪.১। বার্ষিক প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত:
মহাসচিব কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর সভাপতি মহোদয় বলেন যে বার্ষিক প্রতিবেদনে বিএসটিডি'র কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান এবং উপস্থিত সদস্যগণের প্রতিক্রিয়া, পরামর্শ ও মতামত আহ্বান করেন।

৪.১.১। ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম (সাধারণ সদস্য নং-১৬২): তিনি বিএসটিডি'র ফান্ড বৃদ্ধিকল্পে ব্যাংকিং সেক্টরে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

৪.১.২। ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল (আজীবন সদস্য নং-৬২): বিএসটিডি'র অর্থ এফডিআর করার ক্ষেত্রে তিনি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি একটি লিজিং এজেন্সি থেকে প্রতিষ্ঠিত একটি পেশাজীবী সংগঠনের এফডিআর এর অর্থ উত্তোলনের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকও ভাল মুনাফা দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি লিজিং এজেন্সির চাইতে সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকে এফডিআর করা নিরাপদ।

৪.১.৩। ড. মোঃ অলিউল আলম (সাধারণ সদস্য নং-২১৪): ড. মোঃ অলিউল আলম বিএসটিডি'র অর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহে আবেদন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.১.৪। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (সাধারণ সদস্য নং-২২৪): তিনি সাম্প্রতিক সময়ে বিএসটিডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য যে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা অপ্রতুল বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে বর্তমান বাজারমূল্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আরও কিছু বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৪.১.৫। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (সাধারণ সদস্য নং-২১১): বিএসটিডি কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়ের পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণার্থী পাওয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

৪.২। অনুমোদন: সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়।

৫। আলোচ্য বিষয়-৩: ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ জনাব কানিজ ফাতেমা চৌধুরী। তিনি জানান যে সমিতির ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছেন হুদা হোসেন অ্যান্ড কোম্পানি। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সমিতির ব্যবস্থাপনায় কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি। সমিতির হিসাব সংক্রান্ত বইপত্রাদি ও ভাউচার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বচ্ছ ও সঠিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

৫.১। অনুমোদন: সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

৬। আলোচ্য বিষয়-৪: ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন।
বিএসটিডি'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ জনাব কানিজ ফাতেমা চৌধুরী। তিনি জানান যে বিএসটিডি'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আয় ৩৭,০০,০০০/- টাকা এবং ব্যয় ৩৬,৮৪,০০০/- টাকার বাজেট কার্যনির্বাহী পর্ষদে ও পরবর্তীতে বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। তবে প্রকৃত বাস্তবতা এবং বিএসটিডি'র প্রয়োজন বিবেচনায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরেরর জন্য পর্ষদ কর্তৃক আয় ৪৩,৫১,০০০ এবং ব্যয় ৪৩,১৩,৭০০/- টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদিত হয়। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকৃত আয় হয় ৩৩,১০,৩৫৮/৬৭ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয় ৩৮,২৬,৭০৬/- টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত আয় ধরা হয়েছে ৩৮,৮২,০০০/- টাকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬,২২,০০০/- টাকা। তিনি সভায় বিভিন্ন খাতের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন।

৬.১। **অনুমোদন:** সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদিত হয়।

৭। আলোচ্য বিষয়-৫: **২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষক নিয়োগ।**

সভায় জানানো হয়, ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্য হুদা হোসেন অ্যান্ড কোম্পানি এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ কোম্পানিটি বিএসটিডি'র নিরীক্ষা কার্য ১ (এক) বছর সম্পাদন করেছে ফলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করার জন্য হুদা অ্যান্ড কোম্পানিকে নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

৭.১। **সিদ্ধান্ত:** সভায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য হুদা অ্যান্ড কোম্পানিকে নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং নিরীক্ষণ ফি মোট ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। আলোচ্য বিষয়-৬: **বিএসটিডি'র গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন ও অনুমোদন।**

বিএসটিডি'র মহাসচিব জানান যে সমিতির সহ-সভাপতি জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এনডিসি বিএসটিডি'র কর্মকান্ড আরো সম্প্রসারিত, কার্যকরী, যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে অংশীজনদের সাথে সমন্বয়সাধন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে বিএসটিডি'র গঠনতন্ত্রে সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেছেন। তিনি (১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিপিটি (ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেইনিং) অনুবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব অথবা সচিব কর্তৃক মনোনীত যে কোনো অনুবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব বা সমমর্যাদার কর্মকর্তা; (২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব অথবা সচিব কর্তৃক মনোনীত যে কোনো অনুবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব বা সমমর্যাদার কর্মকর্তা; এবং (৩) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাজেট-১ অনুবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব অথবা সচিব কর্তৃক মনোনীত যে কোনো অনুবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব বা সমমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে পদাধিকার বলে বিএসটিডি'র সদস্য করার প্রস্তাব করেছেন এবং প্রস্তাবের স্বপক্ষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁর প্রস্তাবটি সমিতির মহাসচিব পাঠ করে শুনান। এ প্রস্তাবের ওপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: সমিতির সহ-সভাপতি জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এনডিসি কর্তৃক বিএসটিডি'র গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় নীতিগতভাবে গৃহীত হয়। তবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে গঠনতন্ত্র সংশোধনীর পূর্বে উল্লিখিত তিনটি মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আমাদের অভিপ্রায় জানিয়ে চিঠি লিখতে হবে তাঁদের সম্মতির জন্য। যদি তাঁরা ইতিবাচক সাড়া দেন তাহলে তা বিদ্যমান গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হবে।

৯। **আলোচ্য বিষয়-৭: বিবিধ।**

৯.১। মহাসচিব জানান যে ২৮তম জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস-২০২৪ উপলক্ষে আগামী ২৩ জানুয়ারি ২০২৪, সন্ধ্যা ৬:০০ টায় বিএসটিডি'র কার্যালয়ে **"রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও ভূমিকা"** শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য সভাপতি মহোদয়ের পরামর্শে মাননীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান মহোদয়কে অনুরোধ করা হবে। মহাসচিব এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সকল সদস্যকে অনুরোধ করেন। জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসহ দু'টি জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও জানান যে জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবসের অনুষ্ঠানে "বিএসটিডি প্রশিক্ষণ পুরস্কার-২০২৩" প্রদান করা হবে।

৯.২। মহাসচিব বলেন, সমিতির নিজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সমিতির সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা বড় ভূমিকা রাখে। তিনি সমিতির সদস্যগণকে যথা সময়ে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধের জন্য সবিনয় অনুরোধ করেন।

৯.৩। সভায় জানান হয় যে সমিতির বার্ষিক শিক্ষা সফর ও বনভোজন ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা আছে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে তারিখ, স্থান ও জনপ্রতি চাঁদার হার নির্ধারণ করে সকল সদস্যকে যথাসময়ে অবহিত করা হবে।

১০। **সভাপতির বক্তব্য:** সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যবৃন্দের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করাকে উৎসাহব্যাঞ্জক হিসেবে অভিহিত করেন এবং উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বিএসটিডি'র অর্থ বৃদ্ধিকল্পে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের কিছু

আয় হয়, কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও এক্ষেত্রে বিএসটিডি'র আয় বৃদ্ধির স্বার্থে নতুন নতুন কোর্স উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন সারা বছর জুড়ে করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিএসটিডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি প্রসংঙ্গে তিনি বলেন, বিএসটিডি'র আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে সামান্য কিছু অর্থ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বর্তমান বাজার দরের তুলনায় অপ্রতুল। তবে আজকের সভার আলোচনার আলোকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান। সভায় সদস্যগণ যেসব মতামত দিয়েছেন সেগুলোও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিএসটিডি'র প্রশিক্ষণ জার্নাল নির্ধারিত সময়ে বের হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণাও পরিচালনা করা হচ্ছে। আইএফটিডিও এবং এমডিসা কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিএসটিডি'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন। এ সবই সমিতির ইতিবাচক দিক।

তিনি বলেন, সকল সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতার ফলেই বিএসটিডি বর্তমান অবস্থায় আসতে পেরেছে এবং আগামীতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এ বিশ্বাস তিনি অন্তরে পোষণ করেন।

পরিশেষে তিনি ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ ও নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

20.02.2024

(এম খায়রুল কবীর)
মহাসচিব

(এম জানিবুল হক)
সভাপতি